



FRIENDS' CARE ASSOCIATION

সম্প্রীতির বন্ধনে এগিয়ে চলি

এর

ঃ গঠনতন্ত্র ::

- ধারা-১ :: নামকরণ : এই সমিতির নাম হবে “ফ্রেন্ডস্ কেয়ার এসোসিয়েশন”। ইংরেজীতে এটি “ **FRIENDS CARE ASSOCIATION**” বা সংক্ষেপে **FCA** (এফসিএ) নামে পরিচিত ও অভিহিত হবে। এটি সম্পূর্ণরূপে একটি অরাজনৈতিক, কল্যাণমুখী ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হবে।
- ধারা-২ :: সমিতির কার্যালয় : -১/এফ, ১/৫, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
- ধারা-৩ :: সমিতির কার্যক্রম-সমগ্র বাংলাদেশ।
- ধারা-৪ :: সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- ক) সমিতির মূল লক্ষ্য হবে সব ধরনের রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য স্থাপন, অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণ ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।
- খ) সমিতির তহবিল বৃদ্ধির নিমিত্তে যেকোন সম্ভাবনাময় ও লাভজনক খাতে বিশেষ করে স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদে মূলধন বিনিয়োগ করা।
- গ) সমিতির সদস্যদের কল্যাণার্থে সম্মিলিত পরামর্শের ভিত্তিতে অন্য যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ধারা-৫ :: সদস্যদের যোগ্যতা
- ক) সু-পরিচিত ও সমমনা ব্যক্তিগণ সমিতির সদস্য হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। তবে রাষ্ট্রবিরোধী, ফেরারী আসামী ও দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সদস্য হওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
- খ) সদস্য হওয়ার জন্য সমিতির নির্দিষ্ট আবেদন ফর্মে আবেদন করতে হবে যা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।
- গ) সমিতির সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) জনে সীমাবদ্ধ থাকবে। পরবর্তীতে সমিতির কল্যাণে সদস্য বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদন ক্রমে তা বৃদ্ধি করা যাবে।
- ঘ) সমিতির কোন সদস্যপদ শূন্য হলে তা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটি সমমনা ও যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য হতে আবেদনের ভিত্তিতে পূরণ করতে পারবে।
- ধারা-৬ :: তহবিল গঠন : সমিতির নামে একটি তহবিল থাকবে যা নিম্নবর্ণিত উপায়ে গঠিত হবেঃ
- ক) সদস্যদের মাঝে সমিতির বিক্রিত শেয়ার (প্রতিটি শেয়ারের অবহিত মূল্য ৫০,০০০/- টাকা)। একজন সদস্য একাধিক শেয়ার ক্রয় করতে পারবে। তবে একই নামে একাধিক শেয়ার ধারণ করলেও তার একটি মাত্র ভোটাধিকার প্রদানের সুযোগ থাকবে।
- খ) সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত মাসিক চাঁদা।
- গ) ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা

- ঘ) বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত টাকার লভ্যাংশ
- ঙ) সমিতির কল্যাণে জরুরী প্রয়োজনে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সময় সময়ে নির্ধারিত এককালীন চাঁদা।
- চ) সমিতির সুনাম বা গুডউইল থেকে প্রাপ্ত এক কালীন অর্থ।

ধারা-৭

ঃ চাঁদার হার ও পরিশোধের নিয়মাবলী

- ক) সমিতির সকল সদস্যকে সমহারে (প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে) ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা চাঁদা হিসেবে প্রতি মাসে পরিশোধ করতে হবে।
- খ) প্রত্যেক সদস্য তার নিজ দায়িত্বে প্রতি ইংরেজী মাসের ১০-৩০ তারিখের মধ্যে সমিতির হিসাবে আই-ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বা অন্যকোন উপায়ে চলতি মাসের নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করবেন।
- গ) কোন সদস্য যৌক্তিক কারণে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে চাঁদা দিতে ব্যর্থ হলে ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে (প্রতি মাসের জন্য) বিলম্ব ফি' সহ পরবর্তী মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের বকেয়াসহ চাঁদা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।
- ঘ) কোন সদস্য সন্তোষজনক কারণ ছাড়া পর পর তিন মাস চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরবর্তী মাসের অনুষ্ঠিতব্য মিটিংয়ের মাধ্যমে তার সদস্যপদ বাতিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
- ঙ) চাঁদা পরিশোধের ব্যর্থতা বা অন্যকোন কারণে কোন সদস্যপদ বাতিল হলে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের হিসাব অনুযায়ী লভ্যাংশসহ তার জমাকৃত অর্থ পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে ফেরৎ দেয়া হবে।

ধারা-৮

ঃ ব্যাংক লেনদেন ও হিসাব নিরীক্ষা

- ক) সমিতির পক্ষে যৌথ নামে যে কোন তফসীলী ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালিত হবে যেখানে গঠনতন্ত্রের ৬নং ধারায় বর্ণিত বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তহবিল জমা রাখা হবে।
- খ) সমিতির সভাপতি, পরিচালক-অর্থ এবং সদস্য সচিবের নামে যৌথ ভাবে একটি হিসাব খুলে যেকোন দুজনের যৌথ স্বাক্ষরে তা পরিচালিত হবে।
- গ) সমিতির যেকোন ব্যয়ের জন্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হবে।
- ঘ) অর্থ বছরের (জুলাই-জুন) ভিত্তিতে সমিতির বার্ষিক হিসাব পরিচালিত হবে।
- ঙ) সমিতির সমস্ত আয়ও ব্যয় গ্রহণযোগ্য হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতে লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা হবে।
- চ) প্রতি বছর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত হিসাব নিরীক্ষায় অভিজ্ঞ দুই সদস্যের একটি অডিট টীম সমিতির হিসাব-পত্র নিরীক্ষা করবেন এবং তাদের পর্যবেক্ষণসহ এজিএম-এর ন্যূনতম ১ মাস পূর্বে তা ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট পেশ করবেন। উক্ত নিরীক্ষাপত্র বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।
- ছ) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন ব্যতীত সমিতির তহবিলের কোন অর্থ ব্যাংক হতে উত্তোলন ও খরচ করা যাবে না।

ধারা-৯

ঃ সাংগঠনিক কাঠামো- সমিতিকে নিম্নরূপ পাঁচ স্তর বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোতে বিনাস্ত করা হবে :

- উপধারা-১ : পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটি-সমিতিতে নয় সদস্যের একটি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (Governing & Management Committee) কমিটি থাকবে। যথা-
- ক) সভাপতি-১ জন
খ) সহ-সভাপতি-২জন
গ) পরিচালক-৫ জন
ঘ) সাধারণ সম্পাদক-১
- উপধারা-২ : বিনিয়োগ কমিটি : পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিনিয়োগ কমিটি থাকবে। যথাঃ
- ক) আহবায়ক-১ জন
খ) সদস্য -৪ জন
- উপধারা-৩ : রিকোভারী কমিটিঃ ২ সদস্য বিশিষ্ট একটি রিকভারী কমিটি থাকবে।
- উপধারা-৪ : তথ্য ও যোগাযোগ কমিটিঃ ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তথ্য ও যোগাযোগ কমিটি থাকবে। যথাঃ
- ক) আহবায়ক-১ জন
খ) সদস্য-২ জন
- উপধারা-৫ : নিরীক্ষা কমিটি : ২ সদস্য বিশিষ্ট একটি অডিট বা নিরীক্ষা কমিটি থাকবে।
- ধারা-১০ : পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী
- ক) গঠনতন্ত্রের ৪ নং ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য এ পর্ষদ সর্বদা আন্তরিকতার সাথে কাজ করবে।
- খ) এ পর্ষদ সমিতির সকল সদস্যের সাথে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং তাদের কল্যাণার্থে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- গ) সমিতির বিশেষ প্রয়োজনে এই কমিটি উপ-কমিটি গঠন করতে পারবেন।
- ঘ) এ পর্ষদ সমিতির মূলধন লাভজনক খাতে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ঙ) সকল প্রকার বিনিয়োগের সুপারিশসমূহ এই পর্ষদে উপস্থাপন করতে হবে এবং পর্ষদ প্রকল্পের বিভিন্ন দিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপযুক্ত মনে করলে তা চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদন করবেন।
- চ) এ পর্ষদ বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ নির্ধারণ করবে এবং সমিতির বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত ও তা সাধারণ সভায় উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।
- ছ) সমিতির কল্যাণার্থে উপযুক্ত মনে করলে এই পর্ষদ অন্য যেকোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন।
- ধারা-১১ : পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের ক্ষমতা ও কার্যাবলী :
- সভাপতিঃ
- ক) সভাপতি সমিতির প্রধান নির্বাহী হিসাবে কাজ করবেন। গঠনতন্ত্রের ধারা/উপধারা অনুযায়ী পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব রয়েছে তা যথাযথ ভাবে পালন করবেন।

- খ) সভাপতি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। তিনি সভার শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন এবং আলোচ্য বিষয়ের উপর ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য সুচারুভাবে অধিবেশন পরিচালনা করবেন। অধিবেশনে কোন বিতর্ক দেখা দিলে তিনি হাত উত্তোলনের মাধ্যমে বিষয়টির উপর অনুমোদন নিবেন। প্রয়োজনে তিনি কাস্টিং ভোটের মাধ্যমে তার সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।
- গ) অধিবেশনে কোন সদস্য কোন প্রকার অশোভন আচরণ করলে সভাপতি তাকে সভাস্থল ত্যাগ করার নির্দেশ দিতে পারবেন এবং ঐ সদস্য সভাস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য থাকবেন। কোন সদস্য এরূপ আদিষ্ট হলে উক্ত অধিবেশনের অবশিষ্ট আলোচনায় তিনি অংশ গ্রহণ বা প্রস্তাবাদিতে ভোট দিতে পারবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করলে সভাপতি অধিবেশন বন্ধ করে দিতে পারবেন এবং নিজ দায়িত্বে পরবর্তী জরুরী সভা আহবান করতে পারবেন।
- ঘ) সমিতির সকল প্রকার বিনিয়োগপত্র এবং খরচাদির ভাউচারে স্বাক্ষর করবেন।
- ঙ) কোন কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অপারগতার কথা লিখিত ভাবে সহ-সভাপতিদ্বয়কে জানালে সহ-সভাপতি-১ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং পরবর্তী এজিএম-এর মাধ্যমে নতুন সভাপতি নির্বাচিত হবেন।

সহ-সভাপতিঃ

- ক) সমিতিতে সভাপতির কার্য পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন এবং সমিতির স্বার্থ সংরক্ষণে সদা তৎপর থাকবেন।
- খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে/অবর্তমানে সহ-সভাপতি সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
- গ) সমিতির বিনিয়োগ তথা হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সহযোগিতা করবেন।
- ঘ) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যেকোন দায়িত্ব সততা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করবেন।

পরিচালক-অর্থঃ

- ক) তিনি সমিতির আর্থিক প্রধান হিসাবে সভাপতিকে তার দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন।
- খ) সমিতির সঞ্চয়/প্রকল্পের/বিনিয়োগের যাবতীয় রেজিস্টার, ক্যাশবই, ভাউচার ও দলিলাদি তার তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ করবেন।
- গ) ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান তথা সভাপতির অনুমোদন ছাড়া তিনি কোন ধরনের ব্যয়ের জন্য ভাউচার প্রদান করতে পারবেন না।
- ঘ) তিনি প্রতিটি গেট-টুগেদার সভায় (তিন মাস পর পর) সমিতির জমা-খরচ, আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করবেন।

সমিতির সকল সদস্য যাতে আই ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে সমিতির হিসাবে তাদের অনুদান/চাঁদা নিয়মিত ভাবে প্রদান করতে পারেন সে বিষয়ের প্রতি নজর রাখবেন।

- ঙ) তিনি বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সভাপতির তত্ত্বাবধানে ব্যবস্থাপনা কমিটিতে পেশ করবেন এবং সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

পরিচালক-প্রশাসনঃ

- ক) তিনি প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে সমিতির কাজকে সফলভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য সভাপতিকে সব ধরনের সহযোগিতা করবেন।
- খ) সমিতিকে সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালনার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।
- গ) প্রশাসনের সকল কাজ-কর্ম যেমন, অফিস ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সকল কমিটিগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট থাকবেন।
- ঘ) সমিতির নিয়মিত সভা, গেট-টুগেদার সভা, বার্ষিক সাধারণ সভাসহ অন্যান্য সভাসমূহ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ঙ) সমিতির নিয়মিত সভা, গেট-টুগেদার সভা, বার্ষিক সাধারণ সভাসহ অন্যান্য সভাসমূহ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরিচালক-পরিকল্পনা ও উন্নয়নঃ

- ক) তিনি সমিতির পরিকল্পনা ও উন্নয়নের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে সমিতির সব ধরনের কর্ম-কাণ্ডে সভাপতিকে সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- খ) তিনি বিনিয়োগের প্রস্তাব সমূহ যাচাই-বাচাই করে সুচিন্তিত মতামত প্রদান করবেন।
- গ) তিনি সমিতির সার্বিক উন্নয়নে নতুন নতুন পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটিতে তা পেশ করবেন।
- ঘ) তিনি সমিতির গৃহীত প্রকল্পসমূহের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে।

পরিচালক-নিরীক্ষা :

- ক) সমিতির সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, ভুলত্রুটিগুলো খুঁজে বের করা বিশেষ করে আর্থিক লেনদেন ও হিসাব বিবরণী সমূহ সঠিক উপায়ে সম্পাদন করা হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করবেন।
- খ) আর্থিক বছর শেষে এজিএম-এর অন্তত একমাস পূর্বে চলতি বছরের আর্থিক বিবরণীর উপর অডিট পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশমালা সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট পেশ করবেন।

পরিচালক-সার্বিকঃ

- ক) সমিতির দায়িত্বশীল সচেতন সদস্য হিসাবে সভাপতিকে সফলভাবে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করবেন।
- খ) তিনি সমিতির মঙ্গলের জন্য আর্থিক, প্রশাসনিক, পরিকল্পনা ও উন্নয়নের যেকোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার মতামত প্রদান করতে পারবেন।
- গ) তিনি সমিতির বিভিন্ন কমিটির গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ সার্বিক ভাবে মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করবেন।

সাধারণ সম্পাদকঃ

- ক) তিনি সমিতির মুখপাত্র হিসাবে সমিতির পক্ষে সব ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করে সভাপতির কাজকে ত্বরান্বিত করবেন।

- খ) সকল সভার কার্য বিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন এবং পরবর্তী সভায় তা পাঠ করে শুনাবেন।
- গ) তিনি ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত সমূহ লিপিবদ্ধ করবেন এবং তা বাস্তবায়ন ও পরিষদের নির্দেশানুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
- ঘ) তিনি সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সমিতির বিভিন্ন সভা আহবান করবেন এবং সকল সদস্যকে তা জ্ঞাত করানোর দায়িত্ব পালন করবেন।
- ঙ) সদস্যদের বিভিন্ন অনুযোগ, অভিযোগ ও পরামর্শ শুনবেন এবং সমাধানের ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজনে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় তা উপস্থাপন করতে পারবেন।

ধারা-১২ : বিনিয়োগ কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ সমিতির প্রাণ ভোমরা হিসাবে কাজ করবে। সমিতিতে সঞ্চিত আমানতকে দক্ষতার সাথে বিনিয়োগ করে সফলতা অর্জনের মাধ্যমে সমিতিকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এই কমিটি।

উপধারা-১ : পরিচালক (অর্থ)-কে প্রধান করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিনিয়োগ কমিটি গঠন করা হবে যারা সমিতির সমস্ত বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

উপধারা-২ : সমিতির যাবতীয় ক্রয় বিক্রয় তথা বিনিয়োগের জন্য এই কমিটি তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং সততার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করবেন।

উপধারা-৩ : এই কমিটি মাসে সর্বোচ্চ দুইবার সভা আহবান ও অনুষ্ঠান করতে পারবেন। পরিচালক অর্থ তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় প্রতিবার সর্বোচ্চ ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা উক্ত সভার জন্য খরচ করতে পারবেন। তবে পরবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সভাপতির মাধ্যমে তার অনুমোদন নিয়ে নিতে হবে।

উপধারা-৪ : এই কমিটি ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি ও রেকর্ডপত্র বিধি মোতাবেক সম্পাদন ও সংরক্ষণ করবেন।

ধারা-১৩ : রিকোভারি কমিটি

ক) সমিতির সদস্যদের এককালীন ও মাসিক চাঁদা নিয়মিত ভাবে এবং সঠিক সময়ে আদায়ের জন্য আন্তরিক ভাবে কাজ করবেন।

খ) কোন সদস্য সঠিক সময়ে চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হলে তিনি তাকে সচেতন করে দিবেন এবং প্রয়োজন হলে উক্ত সদস্যকে নোটিশ প্রদান করবেন।

গ) সমিতির কোন সদস্য পর পর দুই মাস সময়মত চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হলে এই কমিটি পরবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উক্ত সদস্যের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

ধারা-১৪ : তথ্য ও যোগাযোগ কমিটিঃ সমিতির সকল ধরনের তথ্য ও উপাত্তকে সকল সদস্যদের জন্য সহজলভ্য করে সমিতির কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার জন্য এই কমিটি কাজ করবেন।

উপধারা-১ : সমিতির সহ-সভাপতি আহবায়ক হিসাবে এই কমিটি পরিচালনা করবেন এবং সমিতির জন্য ওয়েব সাইটটি সর্বদা আপডেট রাখবেন যেখানে সমিতির সকল তথ্যাদি সন্নিবেশিত হবে।

উপধারা-২ : এই কমিটির সদস্যগণ সমিতির সকল সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের সেতু বন্ধন তৈরীতে আন্তরিক ভাবে কাজ করবেন।

উপধারা-৩ : সমিতির সকল সদস্যগণ যাতে তাদের আইডি দিয়ে ঢুকে ওয়েব সাইটে সমিতির সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন-এই কমিটি তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন।

- ধারা-১৫ : কমিটিতে নাম অর্ন্তভুক্তির যোগ্যতা :
- উপধারা-১ : এফসিএ এর বিভিন্ন কমিটিতে নাম অর্ন্তভুক্তির জন্য প্রাথমিক সদস্য হিসেবে কমপক্ষে তিন বছর অতিবাহিত করতে হবে। তবে যেসব সদস্যগণ তাদের মেধা, শ্রম ও সময় দিয়ে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হবে না।
- উপধারা-২ : যদি এমন কোন দক্ষ এবং যোগ্য সদস্য খুঁজে পাওয়া যায় যাকে কমিটিতে অর্ন্তভুক্ত করলে সমিতি আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সমিতিতে তার সদস্যপদ তিন বছর পূর্ণ নাহলেও তাকে উপযুক্ত কমিটিতে সদস্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা যাবে।
- ধারা-১৬ : সমিতির সভা ও কোরাম
- ক) ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে সভায় বসবেন এবং অনুমোদিত বিগত দিনের কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নের মাধ্যমে আগামী দিনের কর্ম পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণ করবেন।
- খ) প্রত্যেক আর্থিক বছর শেষে সমিতির একটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ সভার কমপক্ষে পনের দিন পূর্বে সকল সদস্যকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে সভা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এই সভায় সমিতির আয়-ব্যয়ের বিবরণী লিখিত আকারে পেশ করতে হবে।
- গ) সাধারণ সভা ব্যতীত অন্য যেকোন সভা তিন দিনের নোটিশে আহবান করা যাবে। তবে যেকোন জরুরী প্রয়োজনে সভাপতি চাইলে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে ব্যবস্থাপনা কমিটি সভার আহবান করতে পারবেন।
- ঘ) সকল সভায় নির্ধারিত সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।
- ধারা-১৭ : কমিটির সদস্যদের প্রতি অনাস্থা ও পদচ্যুতি
- ক) বিভিন্ন কমিটিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যগণ সমিতির মূখ্য উদ্দেশ্যের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করলে, রাষ্ট্র বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে, নৈতিকতা বিরোধী কোন কাজ করলে কিংবা অপিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ প্রমানিত হলে সভাপতি ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবেন।
- খ) অভিযুক্ত সদস্যের পক্ষ থেকে কোন সন্তোষজনক উত্তর না পেলে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হবে। তবে বার্ষিক সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের অনাস্থা ভোটে তাকে চূড়ান্ত ভাবে অপসারণ করা হবে।
- ধারা-১৮ : সদস্যপদ বাতিল
- ক) যৌক্তিক কারণ ব্যতীত ধারাবাহিকভাবে তিন মাস চাঁদা পরিশোধ না করলে।
- খ) ধারাবাহিক ভাবে তিনটি অধিবেশনে উপস্থিত না থাকলে।
- গ) প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র বিরোধী কোন কাজ করলে বা দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়লে।
- ঘ) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে।

ধারা-১৯ : সদস্যপদ প্রত্যাহর

- ক) সদস্যপদ প্রত্যাহারের জন্য সমিতির নিধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে।
- খ) সদস্য হওয়ার এক বছরের মধ্যে সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে চাইলে তাকে কোন মুনাফা প্রদান না করে শুধুমাত্র জমাকৃত অর্থ আবেদনের তিন মাসের মধ্যে ফেরৎ দেয়া হবে।
- গ) এক বছরের অধিক সময়ের পর সদস্য পদ প্রত্যাহার করতে চাইলে পূর্ববর্তী বছরের জন্য ঘোষিত লভ্যাংশ সহ জমাকৃত মূল টাকা ফেরৎ দেয়া হবে।

ধারা-২০ : আর্থিক বছর : প্রতি বছর ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী বছর ৩০ শে জুন পর্যন্ত সময়কে সমিতির আর্থিক বছর হিসাবে বিবেচনা করা হবে। অর্থ বছর শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান করতে হবে।

ধারা-২১ : লভ্যাংশ ঘোষণা : কার্য নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সমিতির বাৎসরিক লভ্যাংশের একটি নির্ধারিত অংশ (অনধিক ১০%) সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তরের পর অবশিষ্ট লভ্যাংশের ৬০% সমিতির সদস্যদের মাঝে (শেয়ার/বিনিয়োগের/ইকুয়িটির) আনুপাতিক হারে বন্টন করা হবে এবং ৪০% ব্যবস্থাপনা ফি হিসাবে সমিতির বিভিন্ন কমিটির সদস্যগণের মধ্যে মিটিং সহ বিভিন্ন প্রজেক্টে সময় দেয়ার জন্য বন্টন করা হবে। তবে ব্যবস্থাপনা কমিটি যৌক্তিক ভাবে এই অনুপাতের হার কম-বেশী করতে পারবেন।

ধারা-২২ : কমিটির মেয়াদ ও নির্বাচন :

- ক) সমিতির সকল কমিটির মেয়াদ হবে তিন বছর। তবে সমিতি আইনগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদের কোন পরিবর্তন হবেনা। অন্যান্য পরিচালকসহ বাকী কমিটিগুলোর মেয়াদ শেষ হওয়ার ২ মাস পূর্বে ব্যবস্থাপনা পর্ষদ ৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দিবেন যারা কমিটিগুলো পুনঃগঠনের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে নাম প্রস্তাব করবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় তা পেশ করবেন।
- খ) বার্ষিক সাধারণ সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের পর নতুন কমিটি সমূহ কার্যকর হবে।
- গ) নতুন কমিটি দায়িত্ব নেয়ার পনের দিনের মধ্যে পূর্বের কমিটি লিখিতভাবে সমিতির যাবতীয় হিসাব-নিকাশ ও দায়িত্বভার নতুন কমিটির নিকট যথযথভাবে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করবেন।

ধারা-২৩ : গঠনতন্ত্র সংশোধন : সমিতির বৃহত্তর স্বার্থে এই গঠনতন্ত্রের যেকোন ধারা, উপধারা বা তার অংশবিশেষ বার্ষিক সাধারণ সভায়, বর্ধিত সাধান সভায়, জরুরী সাধারণ সভায় কিংবা তলবী সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে সংশোধন বা অবলোপন করা যাবে। অনুরূপ ভাবে যে কোন নতুন বিধি উপবিধি সংযোজন করা যাবে।

ধারা-২৪ : সমিতির বিলুপ্তি :

- ক) কোন বিশেষ সময়ে বা পরিস্থিতিতে বা কোন সুনির্দিষ্ট কারণে সমিতির বিলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দিলে বিজ্ঞপ্তি জারী সাপেক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভা বা বিশেষ জরুরী সাধারণ সভায় মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি ক্রমে সমিতির বিলুপ্তি ঘটানো যাবে।
- খ) সমিতির বিলুপ্তি ঘটলে যাবতীয় খরচ ও দায় পরিশোধের পর উদ্ধৃত সম্পদ (যদি থাকে) তা সাধারণ/ জরুরী সভার সিদ্ধান্ত ক্রমে সমিতির সদস্যগণের মধ্যে ইকুয়িটির আনুপাতিক হারে বন্টন করে দিতে হবে।

ধারা-২৫ : বিবিধ :

- ক) গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নাই এবং আইনের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এরূপ বিষয়ে সমিতির কল্যাণার্থে ব্যবস্থাপনা কমিটি সাময়িকভাবে যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। তবে বার্ষিক সাধারণ সভায় তা অনুমোদন করে নিতে হবে।
- খ) এ গঠনতন্ত্র অনুমোদনের তারিখ থেকে কার্যকর হবে। তবে এ সমিতি গঠনের জন্য পূর্ববর্তী যাবতীয় কার্যাবলী গঠনতন্ত্র মোতাবেক হয়েছে মর্মে বিবেচিত হবে।

আব্লাহ হাফেজ

এফসিএ-এর সকল কমিটি ও সদস্যদের পক্ষেঃ

(মোঃ তারিক মাহমুদ রাজীম)
সাধারণ সম্পাদক

(মাসুম বিল্লাহ)
পরিচালক

(মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম)
পরিচালক

(এ.এন.এম তাওহীদুল ইসলাম)
সহ-সভাপতি-২

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহ-সভাপতি-১

(শ. ম. জাকির হোসেন)
সভাপতি

সংবিধান প্রণয়নকারী :
শ. ম. জাকির হোসেন
তারিখ : ২০.১২.২০১৮ইং।



FRIENDS' CARE ASSOCIATION

সম্প্রীতির বন্ধনে এগিয়ে চলি

গঠনতন্ত্রের ৯নং ধারা মোতাবেক সমিতির সকল সদস্যের সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নরূপ পাঁচস্তর বিশিষ্ট কমিটি সমূহ গঠন করা হলো :

ক্রমিক	কমিটির নাম	সদস্যদের নাম ও দায়িত্ব
ক)	পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটি	১। শ. ম. জাকির হোসেন-সভাপতি ২। মোঃ মিজানুর রহমান, সহ-সভাপতি ৩। এ.এন.এম. তাওহীদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি ৪। মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, পরিচালক-অর্থ ৫। শাহ মোঃ মঈনুল হক, পরিচালক-প্রশাসন ৬। মোঃ শহীদুল ইসলাম, পরিচালক-পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ৭। মোঃ এহসান উল্লাহ, পরিচালক-নিরীক্ষা ৮। মাসুম বিল্লাহ, পরিচালক-সার্বিক ৯। মোঃ তারিক মাহমুদ রাজিম-সদস্য সচিব
খ)	বিনিয়োগ ও তহবিল পরিচালনা কমিটি	১। মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম-আহবায়ক ২। মোঃ এহসান উল্লাহ ৩। শাহ মোঃ মঈনুল হক ৪। মোঃ মহসীন করিম ৫। মোঃ আবুল কলাম আজাদ-সদস্য সচিব
গ)	রিকোভারী কমিটি	১। মোঃ তারিক মাহমুদ রাজিম ২। এস. এম. সাখাওয়াত হোসেন
ঘ)	তথ্য ও যোগাযোগ কমিটি	১। এ.এন.এম. তাওহীদুল ইসলাম ২। মোঃ তারিক মাহমুদ রাজিম ৩। আবু হাসনাত
ঙ)	অডিট কমিটি	১। মোঃ এহসান উল্লাহ ২। মোঃ সানাউল্লাহ রহমান

উপরে উল্লেখিত ও অনুমোদিত কমিটিগুলোর মেয়াদ হবে ০৩(তিন) বছর। ১লা জানুয়ারী ২০১৮ (ইংরেজী সন) থেকে কমিটিগুলো কার্যকর হবে এবং ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। উল্লেখ্য যে পরবর্তী নতুন কমিটি দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই কমিটিগুলো তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবেন।